Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমা আক্তার

রোলঃ ২১৬০২১৩৫৫

২৯ মে, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমা আক্তার

রোলঃ ২১৬০২১৩৫৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "**কুরআন-হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত**" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে **নাজমা আক্তার** আইডিঃ **২১৬০২১৩৫৫** বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**কুরআন-হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত**" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ** উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নাজমা আক্তার

নাজমা আক্তার

আইডি নংঃ ২১৬০২১৩৫৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১	ইতিকাফ কি?	০৮
০২	ইতিকাফের প্রকারভেদ	০৯
০৩	ইতিকাফের শর্তসমূহ	১০
০৪	রাসুল (সঃ) এর ইতিকাফ	১০
০৫	ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের সীমানা	১১
০৬	মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান	১২
০৭	ইতিকাফ কখন ভাঙ্গা যায়েজ	১২
০৮	ইতিকাফের গুরুত্ত ও ফযিলত	১৩-১৪
০৯	যেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়	১৫-১৬
১০	ইতিকাফ নষ্ট হয়ে গেলে করনীয় কি?	১৬
১১	ইতিকাফকারী যা করা থেকে বিরত থাকবে	১৭
১২	ইতিকাফকারীর জন্য যা কিছু করা অনুমোদিত	১৮-১৯
১৩	মহিলাদের ইতিকাফ	১৯-২০
১৪	ইতিকাফরত অবস্থায় মহিলাদের হায়েয নেফায হওয়া	২১
১৫	ইতিকাফ করা অবস্থায় কি কি কাজ করা উত্তম	২১-২২
১৬	ইতিকাফ করা অবস্থায় কি কি কাজ করা মাকরুহ	২২
১৭	ক্বাযা ইতিকাফ পূরণ করার নিয়ম	২২-২৩
১৮	ইতিকাফকারীর কাছে যে সমস্ত মহিলাগণ আসতে পারবে	২৩
১৯	ইতিকাফকারীর জন্য একাধিক তলা বিশিষ্ট মসজিদের হুকুম	২৪
২০	ইতিকাফে বসার আগে করণীয়	২৪
২১	মসজিদের আদবসমূহ	২৫-২৬
২২	ইতিকাফে বসে লাইলাতুল কদর সন্ধান করা	২৭-২৯
২৩	ইতিকাফকারীর প্রতিদিনের আমল	২৯-৩০
২৪	ইতিকাফকারীর বিশেষ কিছু আমল	৩১-৩৫
২৫	ইতিকাফ অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে করনীয়	৩৫
২৬	ইতিকাফ অবস্থায় শীতলতার জন্য গোসল করার বিধান	৩৫-৩৬
২৭	ইতিকাফ অবস্থায় মোবাইল ব্যবহার করার নিয়ম	৩৬
২৮	মুসলমানেরা ইতিকাফ ছেড়ে দেওয়ার করাণ সমূহ	৩৭-৩৮
২৯	ইতিকথা	৩৮
৩০	তথ্য সূত্র	৩৯

উৎসর্গ

মহান রব

আমার জীবনসঙ্গী, পরিবার এবং মা-বাবা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি,তার অসীম রহমতে ধৈর্য্য ধরে আমি আমার গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে পেরেছি।

আমি শ্রদ্ধাবিনীত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্তাবধায়ক মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রতি,যিনি আমাকে অন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন গাইডলাইন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

সর্বশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার জীবনসঙ্গীর প্রতি যার প্রচেষ্টা ব্যতীত এই গবেষণা কর্মটি এতো দ্রুত ভাবে হয়তো সম্পন্ন করা সম্ভব হতোনা। যার সহযোগিতায় এই গবেষণা কর্মটি তথ্যবহুল ও তাৎপর্য করা সম্ভব হয়েছে

০১ ইতিকাফ কি?

ইতিকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অবস্থান করা বা কোন স্থানে নিজেকে আবদ্ধ রাখা। শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ বলা হয়, আল্লাহ’তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য এক বিশেষ সময় এবং বিশেষ নিয়মে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ রাখা। পবিত্র লায়লাতুল কদর তালাশ করার উদ্দেশ্যে ইতিকাফ করা সুন্নাহ।সহীহ বুখারীতে প্রমানিত আছে নবি করিম (সঃ) এবং তার সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম গন ও ইতিকাফ করেছেন।

এই বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাতায়ালা বলেনঃ

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥

“আর আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকুকারী ও সিজদাহকারীদের জন্য পবিত্র কর ।

(সূরা আল বাকারাঃ ২/১২৫)

ইমাম আহমদ রহঃ বলেন,

ইতেকাফ করা যে সুন্নাত সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আমার জানা নেই। তাই কোরআন সুন্নাহ ও ইজমার দলিলের ভিত্তিতে ইতেকাফ করা সুন্নাত।

ইতেকাফকারীর উদাহরণ ঐ ব্যাক্তির মত। যে কারো দরবারে গিয়ে পড়ে থাকে এবং যতক্ষণ আবেদন কবুল না হয় ততক্ষণ ফিরে আসেনা।

০২ ইতিকাফের প্রকারভেদ

ইতিকাফ ৩ প্রকার। যথাঃ

১) ওয়াজিব

২) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

৩) নফল

ওয়াজিব ইতিকাফঃ

মান্নতের ইতেকাফ করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

“তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে।”

(সূরা হজ্বঃ২৯)

তাতে কোন শর্ত থাকুক বা না থাকুক। যেমন, কেউ বলল আমার এই কাজ সমাধান হলে আমি ইতেকাফ করবো, এতে যেমন ইতিকাফ ওয়াজিব হবে ঠিক তেমনই কেউ যদি বলে – আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইতেকাফ করবো, এই অবস্থাতেও ইতেকাফ করা ওয়াজিব এবং তার সাথে রোজা রাখা ও ওয়াজিব।

সুন্নাত ইতেকাফঃ

রমজান মাসের শেষ ১০ দিনের ইতেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কেফায়া। অর্থাৎ মহল্লার যেকোন একজন ইতেকাফ করলে পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে ইতেকাফ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মহল্লার একজন ব্যাক্তিও যদি ইতিকাফ আদায় না করে তবে মহল্লার সবার সুন্নাত পরিত্যাগের গুনাহ হবে। রমজান মাসের ২১ তারিখের রাত থেকে ইদুল ফিতরের চাঁদ দেখা যাওয়া পর্যন্ত এই ইতিকাফের সময়। কারণ রাসুলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক বছর এই দিন গুলোতেই ইতেকাফ করতেন। এই কারণে এইটাকে সুন্নাত ইতেকাফ বলা হয়।

নফল ইতেকাফঃ

উপরিউক্ত দুই ইতেকাফ ছড়া বাকি সব ইতেকাফ নফল। এই ইতেকাফ মানুষ যেকোন সময় করতে পারে। অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য ইতেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা । এর জন্য নির্দিষ্ট সময় নেই। এমনকি যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে নফল ইতিকাফের নিয়ত করা সুন্নাত। এতে যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে নামায,জিকির ও দুয়ায় লিপ্ত থাকবে , ইতিকাফের সওয়াব পেতে থাকবে।

০৩ ইতিকাফের শর্তসমূহ

ইতিকাফের শর্তসমূহ নিচে দেওয়া হলঃ

১.ওয়াজিব এবং সুন্নাত ইতিকাফের ক্ষেত্রে রোজা অন্যতম একটি শর্ত। তবে নফল ইতিকাফের ক্ষেত্রে রোজা আবশ্যক নয়।

২. ইতিকাফের পুরো সময় মসজিদের সীমানায় অবস্থান করা।শারয়ী হাজত তথা শরীয়ত স্বীকৃত বাধ্যবাধকতা ছাড়া মসজিদের সীমানা থেকে বাইরে সামান্য সময় ও অবস্থান করলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. ইতিকাফের নিয়তে অবস্থান করা । সুতরাং নিয়ত ব্যাতীত ইতিকাফ করার দ্বারা ইতিকাফ হবেনা। যেহেতু নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়তকারীর আকেল এবং মুসলমান হওয়া শর্ত সুতরাং বুজা গেল ইতিকাফকারী আকেল এবং মুসলমান হওয়া ও জরুরী।

৪. হায়েজ নিফাস এবং জানাবত থেকে পবিত্র হওয়া

ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হল(কাবা শরীফ) মসজিদে হারাম। তারপর মসজিদে নববী, এরপর মসজিদে বায়তুল মোকাদ্দাস ।তারপর যে জামে মসজিদে জামাআতের এন্তেজাম আছে,অন্যথায় মহল্লার মসজিদ। মহিলাগণ ঘরের যেই স্থানে নামায আদায় করে উক্ত স্থানেই ইতিকাফ করা উত্তম।

০৪ রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর ইতেকাফ

রাসুলুল্লাহ (সঃ) সর্বদা রমজান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। যখনই রমাজান মাসের শেষ দশক আসত,তখনই রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জন্য মসজিদের মুকাদ্দাসের মধ্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত।আর সে স্থানটি কোন চাদর বা তাঁবু দ্বারা বেষ্টন করে দেওয়া হত। বিশ তারিখের ফজরের নামাজ পড়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ) তথায় চলে যেতেন এবং ইদের চাঁদ দেখার পর সেখান থেকে বের হতেন। এর মধ্যবর্তি সময়ের মাঝে সেখানে খানাপিনা করতেন এবং একই স্থানে রাত্রি যাপন করতেন।আর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সম্মানিত বিবিগণের মধ্যে যারা সাক্ষাত করার ইচ্ছা করতেন,তথায় চলে যেতেন এবং অল্প সময় বসে চলে আসতেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) সেখান থেকে বের হতেন না। একবার রাসুল্লাহ (সঃ) মাথা পরিষ্কার করার ইচ্ছা করতেন, তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) হায়েয অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সঃ) মসজিদের জানালার বাহিরে মাথা মোবারক বের করে দিলেন। তখন আয়িশা (রাঃ) মাথা ঘষে পরিষ্কার করে দিলেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) এর হাদিস সূত্রে জানা যায়,

রাসুল্লাহ (সঃ) প্রতি রমজান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। এই আমল তার ইন্তেকাল পর্যন্ত কায়েম ছিল।নবী করিম (সঃ) ওফাতের পর তার বিবিগণও এ নিয়ম পালন করেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

০৫ ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের সীমানা

অনেক লোক মসজিদের সীমানা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারনে ইতিকাফ নষ্ট করে থাকেন। অতএব মসজিদের সীমানা সম্পর্কে জানাটা অতীব প্রয়োজন। সাধারনত মসজিদের পুরো বাউন্ডারিকেই মসজিদ বলে অথচ মসজিদের পুরো বাউন্ডারি মসজিদের শারয়ী সীমানা হওয়া আবশ্যক নয়। শরীয়তের পরিভাষায় মসজিদ বলতে ওই স্থানকে বুঝায় ,যে স্থানকে শুধু নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ বলে সাব্যস্ত করা হয় কিন্তু প্রতিটি মসজিদে এমন কিছু জায়গা থাকে, যে জায়গা মসজিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তায় ওয়াকফ করা হয়। যেমন অযুর স্থান, ইস্তিঞ্জার স্থান,হাম্মাম,গোসল খানা,ইমাম সাহেবের কামরা ইত্যাদি এইগুলো মসজিদের হুকুমের বাহিরে। ইতিকাফকারী শরীয়াত স্বীকৃত প্রয়োজন ব্যতিরকে এসব স্থানে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

কিছু কিছু মসজিদেতো এইসব স্থান মসজিদ থেকে পৃথক থাকে। তাই এই স্থানগুলো যে মসজিদের বাহিরের অংশ তা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু বেশিরভাগ মসজিদে এইসব প্রয়োজনীয় অংশ মসজিদের সাথে লাগানো ও সম্পৃক্ত থাকে।তাই প্রত্যেকে জ্ঞাত হয় না যে এইসব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেক সময় মসজিদের সিঁড়ি যা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা হয় তা মসজিদের সীমানার অন্তর্ভুক্ত থাকে না, সেইরুপ স্থানেও ইতকাফকারী বিনা কারণে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।সেই কারনে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বা ইমামের কাছে মূল মসজিদের সীমানা কতটুকু তা জেনে নেওয়া ইতিকাফকারীদের জন্য আবশ্যক।

শরীয়া মতে, প্রয়োজন পড়লে ইতকাফকারি মসজিদ থেকে বের হতে পারবে, যেমনঃ প্রস্রাব, পায়খানা। যে মসজিদে ইতকাফ করা হচ্ছে সেই মসজিদে যদি জুমার নামাজের ব্যবস্থা না থাকে তবে জুমা আদায়ের জন্য অন্য মসজিদে গমণ করতে পারবে। অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফকারী বাহিরে যাওয়া নাজায়েজ এবং এতে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

০৬ মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান

ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হওয়া **তিন** ধরনের হতে পারেঃ

১) মানবীয় প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি আছে যেমন পায়খানা ও প্রস্রাবের জন্য, খাওয়া দাওয়ার জন্য, পবিত্রতা অর্জনের জন্য তবে শর্ত থাকে যে, এ সকল যদি গন্ডির মধ্যে সেরে নেওয়া যায় তবে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না।

২) এমন কোন নেক আমল বা ইবাদাত বন্দেগীর জন্য বের হওয়া যাবে না যা তার জন্য অপরিহার্য নয়। যেমন রোগীর সেবা করা,জানাজাতে অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

৩) এমন সব কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না যা ইতিকাফের বিরোধী। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে,ক্রয়-বিক্রয় , চাষাবাদ ।ইতিকাফ অবস্থায় এই সকল কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ বাতিল হবে।

০৭ ইতিকাফ কখন ভাঙ্গা জায়েজ

- ইতিকাফকারী যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে যার চিকিৎসা মসজিদের বাহিরে যাওয়া ছাড়া সম্ভব নয় তবে তার জন্য ইতিকাফ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য অনুমতি আছে। বাহিরে কোন ব্যাক্তি পানিতে পড়ে ডুবে যাচ্ছে বা আগুনে দগ্ধ হচ্ছে তাকে বাঁচানোর জন্য আর কেউ নেই অনুরুপ কোথাও আগুন লেগেছে, আগুন নেভানোর জন্য কেউ নেই তবে অন্যের জন্য প্রাণ বাঁচানো এবং আগুন নেভানোর জন্য ইতিকাফকারির ইতিকাফ ভেঙ্গে দেওয়ার অনুমতি আছে।
- জোরপূর্বক মসজিদ থেকে ইতিকাফকারীকে বের করে নিয়ে যাওয়া যেমনঃ সরকারি ওয়ারেন্ট এসে গেলে ইতিকাফ ভেঙ্গে দেওয়া জায়েজ।
- যদি ইতিকাফকারীর সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে, যা শরীয়ত অনুযায়ী তার জন্য ওয়াজিব সেরুপ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ইতিকাফ ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুমতি রয়েছে।
- মা বাবা, স্ত্রী, সন্তান- সন্তনির অসুস্থতার কারণে ও ইতিকাফ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ ।
- তেমনি পরিবারের কারো প্রাণ, সম্পদ বা ইজ্জত আশঙ্কার সমুক্ষীণ হলে এবং ইতিকাফ অবস্থায় তা প্রতিরোধ করা তা সম্ভব না হলে ইতিকাফ ভেঙ্গে দেওয়া জায়েজ আছে।
- এ ছাড়া যদি কোন জানাজায় হাজির হয় এবং জানাজা পড়ানোর কেউ না থাকলে তাহলে ইতিকাফ ভেঙ্গে দেওয়া জায়েজ আছে।

উল্লেখিত প্রয়োজন পূরণ করতে বের হলেই ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে, তবে গোনাহগার হবে না।

০৮ ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

একনিষ্ঠভাবে যদি আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই ইতিকাফ করা হয়, তাহলে তা অনেক উচ্চ এবং মহামহিম ইবাদাত। রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইতিকাফ করার প্রতি অনেক গুরুত্ব দিত।

ইমাম যুহরী রহঃ বলেন রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর অনেক আমল রয়েছে যা কখনো করতেন বা কখনো ছেড়ে দিতেন কিন্তু যখন থেকে তিনি মদিনায় হিজরত করে আসলেন ,শেষ জীবন পর্যন্ত কখনোই রমজানের শেষ দশ দিনের ইতিকাফ বর্জন করেন নি।ইতিকাফের মাধ্যমে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে। আর এইটাই স্বাভাবিক যে মানুষ যেই স্থানে বসে নানান প্রকারের মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত হয় এবং সর্বপ্রকার ঘটনাবলী, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা বলি হতে থাকে, যার মধ্যে সত্য-মিথ্যা ,গীবত,শোকায়েত, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি অবশ্যই হয়ে থাকে অনেক ভেবে চিন্তে কথা বলে ও নিজ পরিবেশের মন্দ প্রতিক্রিয়া থেকে খুব কম লোকই বাঁচতে পারে। কিন্তু মসজিদে বসার ফলে ঐ সকল প্রপাগান্ডা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

ইতিকাফের মাধ্যমে অনেক নেক কাজের সওয়াব তো আদায় করা ছাড়াই অর্জিত হয়। ইতেকাফকারী যেহেতু অনেক নেক আমল যেমন জানাজায় শরীক হওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা ইত্যাদি কেবল এ কারনে লিপ্ত হতে পারেনা যেহেতু সে ইতিকাফের মাঝে আছে। সুতরাং ইতেকাফকারী কোন বান্দাকে যাতে এই আক্ষেপ করতে না হয় যে, ইতিকাফ করার কারনে অনেক নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তাআলা এ সকল ইবাদতে অংশ গ্রহন না করা সত্তেও এর সাওয়াব তার জন্য লিখে দেন। ইহা কতই না সূবর্ন সুযোগ। কারন এমন ও তো হতে পারত যে, ইতিকাফের না বসলে ইবাদত গুলোতে কোন কারনে অংশগ্রহন করতে পারতনা। কিন্তু ইতিকাফে বসার কারনে এইসব ইবাদত না করা সত্তেও এইগুলোর সওয়াব সে পেয়ে গেল।

নবি করিম (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

যে ব্যাক্তি রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করবে তার জন্য দুই হজ্জ ও দুই ওমরার সওয়াব রয়েছে। ***(বায়হাকী)***

ইতিকাফের ফযিলত সম্পর্কে অন্য হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

যে ব্যাক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিনের ইতিকাফ করল, আল্লাহ পাক তার ও দোযখের মধ্যখানে এমন তিনটি পরিখা তৈরী করে দেবেন যার একটি থেকে অপরটির দূরত্ত হবে পূর্ব ও পশ্চিমের বেশি।

(তিরমিযি ও বায়হাকী)

হাদিসের সারসংক্ষেপণ হল, যে ব্যাক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য একদিনের ইতিকাফ করবে তার জন্য আল্লাহ তাআলা আসমান এবং জমিনের তিনগুন দূরুত্তে জাহান্নামকে সরিয়ে দেন। অর্থাৎ

জাহান্নামের সাথে তার যেন কোন প্রকার দূর সম্পর্ক ও বাকি থাকে না।কিন্তু আমাদের মাঝে এমন কয়জন আছে যাদের হৃদয়ে ইতিকাফের এতসব ফায়দার কথা শুনে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে আগামী বছরে ইতিকাফ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করে।

ইতিকাফের এই সওয়াব অর্জনের জন্য ন্যূনতম একটি সহজ পদ্ধতি হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য যখন মসজিদে গমন করবে, তখন পাঁচবার ইতিকাফের নিয়ত করে নিবে। ফলে যতক্ষণ মসজিদে চুপচাপ বসে থাকতবে ততক্ষণ ইতিকাফের সওয়াব পেতে থাকবে, আর যদি কোরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য তাসবীহ পাঠে মগ্ন হয় তবে এর সাওয়াব পৃথকভাবে পাবে।

ইতিকাফের মাঝে মানুষের একাগ্রতা অর্জত হয়। হৃদয় দুনিয়াবি চিন্তামুক্ত হয় থাকে। মানুষের মনোযোগকে আল্লাহ তাআলা থেকে দূর করে দেয় এমন বিষয়াদি একাকিত্তে থাকলে ধীরে ধীরে সব দূর হয়ে যায় এবং হৃদয় পরিপূর্ণ ভাবে দুনিয়াবী কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে মনযোগী হয়ে যায় এবং তার মাঝে ইবাদতের আলো ও বরকত সমূহ অর্জন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। শয়তান মানব জাতির চির শত্রু কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার ঘরে অবস্থান করে সে যেন সুদৃঢ় দূর্গের মাঝে আশ্রয় গ্রহন করেছে যার মধ্যে শয়তান তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

মানুষ যতক্ষণ নামাজের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে নামাজের সাওয়াব পেতে থাকে, ইতিকাফে ও এই সাওয়াব পাওয়া যায়।

যতক্ষণ মানুষ ইতিকাফে অবস্থান করতে থাকে তার সাওয়াব মিলতে থাকে, চাই সে চুপচাপ বসে থাকুক কিংবা অন্য কোন আমলে লিপ্ত থাকুক।

শবে কদরের মর্যাদা ও সাওয়াব হাছিল করার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর নেই। কেননা যখনই শবে কদর হবে, ইতিকাফকারীর তখন ইবাদতের মাঝে থাকবে।

০৯ যেসব কারণে ইতেকাফ নষ্ট হয়

১.হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ:) এর মতে বিনা কারণে মসজিদ হতে এক মুহুর্তের জন্য হলেও রাতে বা দিনে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাহির হইলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

২.স্বামী স্ত্রী সহবাস করলে।এই বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না।এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেধে দেওয়া সীমানা।অতএব এর কাছেও যেওনা। এমনিভাবে বর্ননা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য যাতে তারা বাচতে পারে।

৩.ইতেকাফকারী আত্তীয় স্বজনের মধ্যে থেকে কেউ যদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় বা ইন্তেকাল করে, আর এ কারণে ইতেকাফকারী মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, আয়েশা (রা:) আনহা হতে বর্নিত-

ইতেকাফকারীর জন্য বিধান হলো তিনি কোন রোগীকে দেখতে যাবেনা। জানাজার নামাযে উপস্থিত হবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবেনা এবং তার সাথে মেলামেশাও করবেনা।আর একান্ত প্রয়োজন ব্যাতিত বের হবে না। আর রোজা ব্যতিত ইতেকাফ হয়না এবং যে মসজিদে জামাআত হত ওই মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ হয়না।

(আবু দাউদ, মিশকাত)

৪.পাগল হয়ে গেলে বা বেহুশ থাকা অবস্থায় রোজা রাখা সম্ভব না হলে।

৫.খাবার মসজিদে নেয়া সত্বেও মসজিদের বাহিরে এসে খেলে।

৬.ওযু ও গোসলের জন্য মসজিদের ভিতর ব্যবস্থা থাকা সত্বেও বাহিরে গিয়ে ওযু গোসল করলে।

৭.জানাজার নামাজ পড়তে গেলে।

৮.স্বামী স্ত্রী পরস্পর চুম্বন করলে বা কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে।

৯.কোন শিরক বা কুফরী কাজ করলে।

১০.নারীদের হায়েজ নিফাস শুরু হয়ে গেলে।

১১.মসজিদে বসে থাকতে ভালো লাগছেনা কিছুক্ষণ সময়ের জন্য হলেও বাহিরে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১২.মেয়ে লোকেরা নির্দিষ্ট স্থান হতে বিনা প্রয়োজনে কোথাও গেলে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১৩.কোন কারণে রোজা ভেংগে গেলে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১৪.গোসল ফরজ হওয়া ছাড়াও শরীর ঠান্ডা করার নিয়তে গোসল করলে।

১৫.পরিষ্কার করার নিয়তে সাধারণত যে গোসল করে থাকি, শুধু এরূপ গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বাহির হলে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১৬.ইতেকাফকারী যদি ওষুধ কিনার জন্য বাহিরে যায় তবে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১৭.এমন সকল কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবেনা যা ইতেকাফ বিরোধী।যেমন ক্রয় বিক্রয়, চাষাবাদ ইত্যাদি। ইতেকাফ অবস্থায় এ সকল কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১৮.ইসলাম ত্যাগ করলে।

১৯.সন্তান হলে বা গর্ভপাত হলে।

২০.ইচ্ছাকৃত ভাবে বীর্যপাত ঘটালে কিন্তু স্বপ্নদোষ হলে ইতেকাফ নষ্ট হবেনা।

২১. শরীয়ত অনুমোদিত কাজে বাহিরে গেলে যদি কেউ আটকে রাখে বা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে ফলে ইতেকাফ স্থানে যেতে দেরী হয় তবে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে

১০ ইতিকাফ নষ্ট হয়ে গেলে করণীয় কি?

সুন্নত ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বাহিরে চলে আসা জরুরি নয়।বরং নফলের নিয়ত করে ইতিকাফ করা যেতে পারে।এর দ্বারা সুন্নাতে মুযাক্কাদা আদায় হবেনা কিন্তু নফল ইতিকাফের সওয়াব পাওয়া যাবে।যদি অনিচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে ইতিকাফ নষ্ট হয়,তবে ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে সুন্নত ইতিকাফের সওয়াব দিয়ে দিতে পারেন। সে কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে গেলে উত্তম হলো বাকি দিনগুলোও পূর্ণ করা। ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ইতেকাফকারী মসজিদ থেকে চলে আসতে পারে তাতে কোন সমস্যা নাই। আবার এক দিন পরে গিয়ে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে মসজিদে ইতিকাফ শুরু করতে পারে,তাও জায়েজ আছে।

আর রমজানের শেষ দশকের ইতেকাফ ভেংগে গেলে যেদিনের ইতেকাফ ভেংগে যাবে শুধু সেই দিনের ইতেলাফ কাযা করা ওয়াজিব পুরো দশ দিনের ইতেকাফ কাযা করা ওয়াজিব নয়।কারণ ভেংগে যাওয়ার পর উক্ত ইতেকাফ নফলে রুপান্তরিত হয়ে যায়।তাই একদিনের ইতেকাফ কাযা করতে হবে চাই রমাজানেই করুক বা রমজানের পরে নফল রোজার সাথে করুক।

নফল ইতিকাফ কাযা করা ওয়াজিব নয়।যেহুতে মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা এটা ভাংগেনা বরং শেষ হয়ে যায়।

১১ ইতেকাফকারী যা করা থেকে বিরত থাকবে:

১.ওজর ছাড়া ইতেকাফকারী এমন কোন কাজ করবেনা যা ইতেকাফকে ভংগ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنُوٓا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَلَا تُبۡطِلُوۡۤا اَعۡمَالَكُمۡ‏

তোমরা তোমাদের কাজসমূহকে নষ্ট করো না।

[সুরা মুহাম্মদ:৩৩]

২.ওই সকল কাজ যা ইতিকাফের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, যেমন বেশি কথা বলা, বেশি মেলামেশা করা, অধিক ঘুমানো, ইবাদাতের সময়কে কাজে না লাগানো ইত্যাদি।

৩.ইতেকাফকারী মসজিদে অবস্থানকালে ক্রয় বিক্রয় করবে না, কেননা নবী (স:) মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন:

এমনিভাবে যা ক্রয় বিক্রয়ের কাজ বলে বিবেচিত যেমন বিভিন্ন ধরবের চুক্তিপত্র, ভাড়া, বন্দক রাখা ইত্যাদি। কিন্তু যদি মসজিদের বাহিরে এমন ক্রয়- বিক্রয় হয় যা ছাড়া ইতেকাফকারীর সংসার চলে না। তবে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।[মুসনাদে আহমদ]

৪.মসজিদে পারতপক্ষে বায়ু ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন বেদুইন লোকটি মসজিদে প্রস্রাব করেছিলো তখন রাসুল (স:) বলেছিলেন: মসজিদ প্রস্রাব, ময়লা- আবর্জনার উপযোগী নয়, বরং মসজিদ অবশ্যই আল্লাহর জিকির ও কোরআন তিলাওয়াতের জন্য। [মুসলিম]

৫.ইতেকাফকারী এর জন্য ইতিকাফে থাকা অবস্থায় এমন বই বা পত্রিকা পড়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ যাতে অনর্থক মিথ্যা ঘটনা কল্পকাহিনী ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা অশ্লীল বক্তব্য ইত্যাদি রয়েছে বেশিরভাগ পত্রিকা ম্যাগাজিন সাধারণত বিভিন্ন ছবি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে আর এসমস্ত পত্রিকা ম্যাগাজিন মসজিদে নিয়ে যাওয়া আসা করা সঠিক নয়।

৬.ইতেকাফকারী রোগী দেখতে যাবে না, স্ত্রীর সংস্পর্শ করবেনা, বিশেষ প্রয়োজনে কাজ ব্যাতীত বাহিরে যাবে না। (বুখারী মুসলিম আবু দাউদ)

৭.ইতিকাফ অবস্থায় একেবারে চুপচাপ বসে থাকা উচিৎ বা জিকির ও কোরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা উচিৎ।

৮.লড়াই, ঝগড়া, গীবত করা এসব থেকে বিরত থাকা।

৯.ইতিকাফ অবস্থায় কোন কারণ ব্যাতীত গৃহে প্রবেশ করা যাবেনা।

১২ ইতেকাফকারী জন্য যা কিছু করা অনুমোদিত

সালাত, কোরআন তিলাওয়াত ও জিকির দুয়া ইত্যাদি। কেননা ইতিকাফের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সমীপে অন্তরের একাগ্রতা নিবেদন করা এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যা উপরোক্ত ইবাদাত ছাড়া সম্ভব নয়।

১.প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, পথ দেখানো।

ইলম শিক্ষা দেওয়া, কোরআন পড়ানো ইত্যাদি ও করতে পারবে।কিন্তু শর্ত হলো এগুলা যেন এতো বেশি না হয় যে ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যেই ছুটে যায়।

২.ইতেকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার ও ঘুমানোর অনুমতি আছে।এ ব্যাপারে সকল ইমামের ঐক্য মত রয়েছে।তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত কেননা আল্লাহর প্রতি একাগ্র চিত্তে এবং একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশের জন্য কম খাওয়া কম ঘুমানো সহায়ক বলে বিবেচিত।

৩.গোসল করা, চুল আচড়ানো, তেল ও সুগন্ধি ব্যাবহার ভালো পোশাক পরা এসবের অনুমতি আছে।

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত:

তিনি হায়েজ অবস্থায় রাসুল (স:) এর চুল আঁচড়ে দিতেন।ওই সময়ে তিনি মসজিদে ইতেকাফ অবস্থায় থাকতেন আর আয়েশা (রা:) তার হুজরায় অবস্থান করতেন। তিনি আয়েশা (রা:) এর দিকে তার মাথা বাড়িয়ে দিতেন।

[বুখারী]

৪.ইতেকাফকারীর পরিবার তার সাথে কথা বলতে পারবে, কেননা রাসুল (স:) এর স্ত্রীগণ ইতেকাফকালীন তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন।কিন্তু সাক্ষাৎ দীর্ঘ না হওয়া উচিৎ।

৫.প্রয়োজনীয় ক্রয়- বিক্রয় করা যাবে তবে শর্ত হচ্ছে পণ্য দ্রব্য মসজিদের বাহিরে থাকতে হবে এবং ক্রয় বিক্রয় অতি প্রয়োজনীয় হতে হবে কিন্তু মসজিদকে ব্যবসা কেন্দ্র বানানো জায়েজ নেই।

৬.ডাক্তার হলে মসজিদে বসে রোগীকে দেখে রোগ নির্ণয় করে প্রেসক্রিপশন দেওয়া এবং ওষুধ বলে দেওয়া যাবে।

৭.কোরআন শিক্ষা দেওয়া।

৮.কাপড় ধোঁয়া বা কাপড় শেলাই করে পড়া যাবে।

৯.খাবারের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় যদি খাবার নিয়ে আসার কোন লোক না থাকে।

ইতেকাফকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো তার ইতিকাফের জন্য কোন কিছু দ্বারা পর্দা করে নেওয়া।কেননা রাসুল (সা:) তুর্কি গম্বুজের ভিতরে ইতেকাফ করেছেন যার দরজায় ছিলো চাটাই।

ইতেকাফকারী তার প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিবেন যাতে নিজের প্রয়োজনে তাকে বার বার মসজিদের বাহিরে যেতে না হয়।

যেমন- এলার্ম ক্লক, বালিশ, চাদর, তেল, সাবান, টুথব্রাশ- পেস্ট, মিসওয়াক, ওষুধ পত্র, টাওয়াল, দশ দিন ব্যবহারের কাপড় চোপড়, পড়াশোনার জন্য কোরআনের অর্থসহ তাফসীর এবং অন্যান্য ইসলামী বই- পত্র এছাড়া কোন জিনিস প্রয়োজন হলে পরিবারের লোকজন তা দিয়ে যেতে পারবে।

১৩ মহিলাদের ইতেকাফ

ইতেকাফ নারীদের জন্য মুস্তাহাব।মহিলারা ইতেকাফ করতে চাইলে তারা নিজেদের ঘরের একটি কামরাকে ইতিকাফের স্থান বানিয়ে নিবে। নির্দিষ্ট করে দিন কিংবা কম সময়ের জন্য ইতিকাফের নিয়ত করে সেই জায়গায় বসে ইবাদাত বন্দেগী শুরু করবেন। এই কামরাটিতে তার জন্য মসজিদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কামরার বাইরে সে বের হতে পারবেনা।

আয়েশা (রা:) আনহা হতে বর্নিত;

دَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأَى الأَخْبِيَةَ فَقَالَ " مَا هَذَا ". فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " آلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ ". فَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

তিনি বলেন আল্লাহর রাসুল (স:) প্রতি রমজানে ইতেকাফ করতেন। ফজরের সালাত শেষে ইতিকাফের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রা:) তার কাছে ইতেকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন।আয়েশা (রা:) মসজিদে তার জন্য তাবু করে নিলেন।হাফসা (রা:) তা শুনে নিজের জন্য একটা তাবু করে নিলেন এবং যায়নাব (রা:)ও তা শুনে নিজের জন্য একটি তাবু বানিয়ে নিলেন।আল্লাহর রাসুল (স:) ফজরের সালাত শেষে এসে চারটি তাবু দেখতে পেয়ে বললেন একী? তাকে তাদের ব্যাপারে জানানো হলে, তিনি বললেন: নেক আমলের প্রেরণা তাদেরকে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেনি।সব খুলে ফেলা হলো।তিনি সেই রমজানে আর ইতেকাফ করলেন না।পরে শাওয়াল মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করেন

[সহীহ বুখারী]

মহিলাদের নামাজের স্থান তাদের ঘরের অন্দরমহল; মসজিদ নয়।মহিলারা ঘরে নামাজ পড়ে ও ইতিকাফ করে পুরুষদের মসজিদে নামাজ পড়ার সমপরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই অর্থে মহিলাদের ঘর কে মদজিদের সাদৃশ্যতা দেওয়া হয়েছে, যেন মহিলারা বেশি সওয়াব হাসিলের আশায় মসজিদের আসার জন্য উদগ্রীব না হয়। মসজিদে গিয়ে শেষ দশকে ইতেকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদার হুকুম পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়।

ইতেকাফরত অবস্থায় মহিলারা যদি কামরা থেকে বের হয়ে গ্রহণযোগ্য প্রয়োজন ছাড়া আঙ্গিনায় এসে যায়, তবে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

ইতেকাফকারী মহিলা যদি নিজের ইতেকাফরত কামরায় বসে বসে জরুরী কাজ করে যেমন সবজি কাটে, কাপড় সেলাই করে, খাবার প্রস্তুত করে তাহলে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবেনা।কিন্তু উত্তম হলো, ইতেকাফরত মহিলা ইবাদাত-বন্দেগিতে বেশি সময় ব্যয় করা।বিনা প্রয়োজনে ঘরের কাজে লিপ্ত হবেনা।

মানবিক প্রয়োজন ছাড়া সে স্থানের বাইরে গেলে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

মানবিক প্রয়োজন বলতে বুঝায় প্রস্রাব - পায়খানা। সুতরাং ইতেকাফরত মহিলার প্রস্রাব পায়খানার জন্য ইতেকাফের স্থান থেকে বের হতে পারবেন।ওযুর জন্য বাইরে যেতে পারবেন।

বিবাহিত নারীকে রমাদানের শেষ দশকের ইতেকাফ বা অন্য সময়ের নফল ইতেকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।স্বামীর অনুমতি ছাড়া ইতেকাফ করা উচিত নয়।স্বামীদের উচিত যুক্তিসঙ্গাত কারণ ছাড়া স্ত্রীদের ইতিকাফে বাধা না দেওয়া।তাদের ইতেকাফের সুযোগ দেওয়া এতে করে উভয়ই সওয়াব পাবে।

স্বামী স্ত্রী কে ইতিকাফের অনুমতি দেওয়ার পর আর বাধা দিতে পারবেনা।বাধা দিলেও সে বাধা মানা স্ত্রীর জন্য জরুরী নয়।

ইতেকাফরত মহিলার জন্য ইতেকাফকালে স্বামী থেকে পৃথক থাকা জরুরী। কেননা ইতেকাফ অবস্থায় সহবাস করলে ইতেকাফ ভেঙে যাবে।আর ইতেকাফরত অবস্থায় খোলামেলা বেশরম কথাবার্তা, চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি মারাত্নক মাকরুহ কাজ এবং এতে ইতেকাফ ভঙ্গ হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ বিষয়ে যুক্তি হলো সুরা বাকারার ১৮৭ নাম্বার আয়াত।

তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় স্বামী স্ত্রী মেলামেশা করোনা।

(সুরা বাকারাঃ ২/১৮৭)

১৪ ইতেকাফরত অবস্থায় মহিলাদের হায়েয নেফাস হওয়া

মহিলাদের ইতিকাফে জন্য হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত। হায়েয নিফাস অবস্থায় ইতেকাফ সহীহ হয়না।কেননা এই অবস্থায় রোজা রাখা যায়না আর সুন্নত ইতেকাফের জন্য রোজা রাখা শর্ত। মহিলাদের ইতিকাফে বসার আগেই হায়েয নিফাসের দিন তারিখ হিসেব করে বসা উচিত। যাতে ইতেকাফ শুরু করার পর পিরিয়ড শুরু না হয়ে যায়।তবে কারও রমাদানের শেষ দশকে পিরিয়ড হওয়ার নিয়ম থাকলে তিনি পিরয়ড শুরু হওয়া পর্যন্ত নফল ইতেকাফ করতে পারেন।

ওষুধ খেয়ে পিরিয়ড বন্ধ রেখে রোযা রাখলে, ইতেকাফ করলে রোযা ও ইতেকাফ সহীহ হবে।

ইতিকাফ শুরু করার পর পিরিয়ড শুরু হয়ে গেলে ইতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।পরে শুধু একদিনের ইতেকাফ রোযা সহ কাযা করতে হবে।

মহিলারা খুব কম ইতেকাফ করেন অথচ ইতেকাফ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। মহিলাদের জন্য ইতেকাফ করা খুবই সহজ কারণ তারা ঘরেই ইতেকাফ করেন।ফলে সংসারের খোজ খবর নিতে পারবেন এবং ইতেকাফের স্থানে বসে প্রয়োজনীয় কাজ ও করতে পারবেন।সংসার ঠিক রেখে তাদের ইতেকাফ ও হয়ে যাবে।সুতরাং এমন সুযোগ হাত ছাড়া করা মোটেই উচিত নয়। নারীদের মধ্যে ইতেকাফের সচেতনতা বাড়ানো উচিত।

১৫ ইতিকাফ অবস্থায় কি কি কাজ করা উত্তম

ইতিকাফ অবস্থায় যা যা করা উত্তম সেগুলো নিম্নে বর্নিত হলঃ

১.পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করা।বিনা প্রয়োজনে জামাআত ছেড়ে দেয়া গুনাহের কাজ।কেননা জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

২.ইশারাক, দুহা, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নামাজ আদায় করা।

৩.অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা।

৪.কুরআন মজীদ পাঠে অক্ষম ব্যাক্তি সম্ভব হলে সাথীর সহযোগিতায় পাঠ করা।

৫.হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করা।

৬.বিশুদ্ধ তাফসীর, আকাইদ ও মাসআলা মাসায়িলের কিতাব পাঠ করা।

৭.ইতিকাফকারী বিজ্ঞ আলেম হলে, আলিম মহলে আলিমের জীবনী পাঠ করা।

৮.অধিক পরিমাণে সালাত ও সালাম পেশ করা।

৯.ওয়াযীফা ও তাসবীহ তাহলীল পাঠ করা, মোট কথা সবসময় ইবাদাত বন্দেগীতে মগ্ন থাকা।

১০.বেশি বেশি দুরুদ শরীফ পড়বে।সর্বোত্তম দুরুদ উহাই যা নামাজে পড়া হয়।

১১.ফজর থেকে ইশরাকের নামাজ এবং আসর থেকে মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার যিকির এবং কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে।

১২.শবে কদরের পাঁচটি রাতই জাগ্রত হয়ে ইবাদাত করার চেষ্টা করবে। নবী (স:) বলেছেন যে ব্যাক্তি রমাদানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় রোযা পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যাক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে রাত জাগে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। ইতেকাফের মাধ্যমে সহজেই শবে কদর তালাশ করা যায়।

১৩.ইতিকাফের স্থানে পর্দা টানানো আর না টানানো উভয়টাই রাসুল (স:) আমল দ্বারা প্রমাণিত। তবে পর্দা টানানোর দ্বারা যদি লৌকিকতা ও দাম্ভিকতা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হয়, তাহলে পর্দা টানাবেনা আর এসবের আশংকা যদি না থাকে তবে একাগ্রতার জন্য পর্দা টানিয়ে নেওয়া উত্তম।

১৪.যথাসম্ভব নিজের কথাবার্তা, আচার আচরণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে মসজিদে অবস্থানকারী ইতেকাফকারী ও নামাজীদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৬ ইতিকাফ অবস্থায় কি কি কাজ করা মাকরুহ

ইতিকাফকারী যদি ইবাদাতের নিয়্যতে চুপ থাকে অর্থাৎ চুপ থাকাকেই যদি সওয়াব মনে করে তাহলে মাকরুহে তাহরীমা হবে।আর চুপ থাকা সওয়াব মনে না করে যদি চুপ থাকে এতে অসুবিধা নাই।খারাপ কথা থেকে বেচে থাকার জন্য চুপ থাকা মাকরূহ নহে বরং এটা সর্বোত্তম কাজ।কেননা খারাপ কথা মুখে উচ্চারণ না করা ওয়াজিব এবং যে কথা সওয়াব ও গুনাহ কোনটিই নেই তখন কথা বলাও ইতেকাফকারীর জন্য মাকরূহ। মসজিদে নিজ প্রয়োজনীয় দুনিয়াবি কথা বার্তা পূণ্যসমূহকে নষ্ট করে দেয়,যেমনিভাবে আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে দেয়। খাটি কথা বলা যদি মাকরূহ হয় তাহলে ইতিকাফ অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা,গীবত করা ও পরনিন্দা করা যা সর্বত্র হারাম তা কেমন অপরাধ হবে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

১৭ কাযা ইতিকাফ পূরণ করার নিয়ম

নফল ইতিকাফের ক্বাযা ওয়াজিব নয়।নফল ইতেকাফ সামান্য সময়ের জন্য হতে পারে।তারপর প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে যখনই মসজিদ থেকে বের হবে ইতিকাফের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যাবে। কোন কোন ফিকাহবিদ লিখেছেন, যে লোকই কোন ইবাদাতের উদ্দেশ্য মসজিদে প্রবেশ

করে তার জন্য এই নিয়ত করা উচিত যে, যতটুকু সময় আমি মসজিদে থাকবো, ইতেকাফরত থাকবো। তাহলে যতক্ষণ মসজিদে সে অবস্থান করবে নফল ইতেকফ হিসেবে গণ্য হবে।

আর মানতের ইতেকাফ যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে বা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া এমনি যেকোন সময় দুই দিন বা তিন দিনের ইতেকাফ করারা নিয়ত করে, এমতবস্থায় যদি ইতেকাফ ভেঙ্গে যায় তবে সবকয়টি দিনের ক্বাযা করা ওয়াজিব হবে। নতুনভাবে ওই সংখ্যক দিনের ক্বাযা আদায় করতে হবে।কেননা মানতের ইতেকাফে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন।

যদি রমাদানের শেষ দশকের ইতেকাফ কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যেদিন ইতেকাফ ভঙ্গ হয়েছে পরবর্তী সময়ে কেবল ওই একদিনের ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব। কেননা ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী দিনের ইতেকাফগুলো তার জন্য নফল হয়ে গেছে।

১৮ ইতেকাফকারীর কাছে যে সমস্ত মহিলাগণ আসতে পারবে

ইতেকাফকারীর কাছে ইতেকাফ চলা অবস্থায় বিশেষ কোন প্রয়োজনে স্ব-স্ত্রী অথবা মুহরিমাতের (যাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েজ ও বিবাহ করা হারাম) মধ্যে থেকে মা অথবা বোন ইত্যাদি মসজিদে আসতে পারবে। কিন্তু নামাজের সময় আসা উচিৎ নয় এবং অবশ্যই পর্দা অবলম্বন করে আসবে।

যদি স্ত্রী অথবা মুহরিমাতের মধ্যে থেকে কোন মহিলা মসজিদে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করার জন্য আসে আর অন্য কোন ব্যাক্তি তা দেখে ফেলে, তবে সাথে সাথে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিৎ যে, এর সাথে আমার এই সম্পর্ক বা ইনি আমার স্ত্রী। যেন অন্যরা খারাপ ধারণা করতে না পারে।

নবীর সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা.) আনহা হতে বর্নিত:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ صَفِيَّةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ باب الْمَسْجِدِ عِنْدَ باب أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ ". فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا ".

একদা তিনি রমাদানের শেষ দশকে মসজিদে আল্লাহর রাসুল (স:) এর খিদমতে উপস্থিত হন।তখন আল্লাহর রাসুল (স:) ইতেকাফরত অবস্থায় ছিলেন।সাফিয়্যা (রা:) তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। অত:পর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান তখন রাসুল (স:) বলেন: শয়তান মানুষের রক্তে শিরায় চলাচল করে।আমি ভয় করলাম যে,সে তোমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। [বুখারী]

১৯ ইতেকাফকারীর জন্য একাধিক তলা বিশিষ্ট মসজিদের হুকুম

একাধিক তলা বিশিষ্ট মসজিদের প্রত্যেক তলায় ইতিকাফ করা যেতে পারে এবং কোন এক তলায় ইতিকাফের নিয়তে বসার পর ও ইতেকাফকারী ইচ্ছা করলে অন্য তলায় যেতে পারবেন।তবে শর্ত হচ্ছে আসা যাওয়ার সিঁড়ি মসজিদের ভিতর দিয়ে হতে হবে। যদি সম্পূর্ণ সিঁড়ি মসজিদের ভিতর হয় আর দু একটি সিঁড়ি মসজিদের সীমানার বাহিরে হয় তবুও তা জায়েজ হবেনা।

যদি কোন প্রয়োজনে এসব সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করতেই হয় তবে তার পদ্ধতি হচ্ছে, ইতিকাফে বসার সময় ইতিকাফের নিয়তের সাথে এই শর্তারোপ করে নিবে যে, আমি ওমুক সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাতায়াত করবো। এই শর্ত করার কারণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাওয়া তার জন্য জায়েজ হয়ে যাবে। এভাবে শর্তারোপ করাকে " ইসতেছনা" (পৃথকীকরণ) বলে

২০ ইতিকাফে বসার আগে করণীয়:

*পরিবারের ঈদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা।

*ফিতরা আদায়ের ব্যবস্থা।

*যাকাত আদায়ের সামর্থ্য থাকলে যাকাতের ব্যবস্থা রেখে যাওয়া।

*পরিবারের ব্যয়বার বহনের ব্যবস্থা।

*মসজিদে ইফতার সাহরী ও রাতের খাবার পৌছানোর ব্যাবস্থা করা।

*নিজ অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বোনাসের ব্যবস্থা রেখে যাওয়া।

সুতরাং ইতিকাফে বসার পূর্বেই প্রয়োজনীয় পারিবারিক সকল সমস্যার সার্বিক ইন্তেজাম সম্পন্ন করা অতি জরুরী।

২১ মসজিদের আদবসমূহ

মসজিদের আদবসমূহ নিচে দেওয়া হলঃ

১.ইতেকাফকারী পরিহিত কাপড় ছাড়াও অতিরিক্ত কাপড় নিয়ে আসবে।কেননা কখনো কখনো কাপড় পরিবর্তন এর প্রয়োজন দেখা দেয়।

২.মসজিদে মোবাইল ফোন ব্যবহার এখন অসহনীয় ও অমার্জনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।বিশেষ করে নামাজের সময় মোবাইলের রিং টোনের কারণে ইবাদাতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।অনেক সময় তা চরম বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে।তাই মসজিদে প্রবেশের পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ করা উচিৎ। ভুলবশত যদি মোবাইল খোলা থাকে আর নামাজরত অবস্থায় রিং টোন বেজে উঠে,তাহলে এক হাত ব্যবহার করে বা নিজ নামাজ ছেড়ে দিয়ে হলেও মোবাইল বন্ধ করে দিতে হবে।

৩.অনুরূপভাবে কোন দুর্গন্ধময় জিনিস নিয়ে যাওয়া দুর্গন্ধময় পোশাক পরে মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়। কেননা,দুর্গন্ধময় বস্তু দ্বারা ফেরেশতাদের কষ্ট হয়।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) আনহু হতে বর্নিত : রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যাক্তি পেঁয়াজ,রসুন এবং দুর্গন্ধময় তরকারী আহার করেছে সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকটে না আসে।কেননা যে জিনিস দ্বারা মানুষ কষ্ট অনুভব করে,সে জিনিস দ্বারা ফেরেশতারাও কষ্ট অনুভব করে।(সহীহ মুসলিম)

৪.মসজিদের ভিতর কোন ধরনের খড়কুটো কখনো না ফেলা।

৫.মসজিদের দেয়াল,বিছানা,চাটাই এর উপর থুথু ফেলা,নাক সাফ করা,নাক কিংবা কান থেকে ময়লা আবর্জনা বের করে না লাগানো। প্রয়োজনে রুমাল ইত্যাদি দিয়ে নাক মোছন করলে ক্ষতি নেই।

৬.মসজিদের ধুলাবালি ঝেড়ে এমন জায়গায় না ফেলা যেখানে ফেললে বেয়াদবি হয়।

৭.হযরত আয়েশা (রা:) আনহা বলেন,রাসুলুল্লাহ (স:) মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন,এ নির্দেশ ও দিলেন যেন সেগুলো পরিচ্ছন্ন ও খুশবুদার হয়।(আবু দাউদ)

বুঝা গেলো- মসজিদে উদ,লোবান ও আগরবাতি ইত্যাদি দ্বারা খুশবু পৌঁছানো জায়েজ বরং সুন্নাত ও সাওয়াবের কাজ।কিন্তু মসজিদে দিয়াশলাই জ্বালাবেন না কারণ তা থেকে বারুদের গন্ধ বের হয়।আগরবাতি জ্বালানোর সময় বড় কোন পাত্রে রাখা জরুরী, যাতে সেগুলোর ছাই মসজিদের ফ্লোরে ইত্যাদিতে না পড়ে। আগরবাতির প্যাকেটের উপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাণীর ফটো ছাপানো থাকে,তা ঘরে ফেলবেন না।উল্লেখ্য যে বর্তমানে কোন কোন মসজিদে দেখা যায় মশার কয়েল জ্বালনো হয় যা দূর্গন্ধযুক্ত।তা হতে বিরত থাকা উচিৎ।

৮.মসজিদে হাসা নিষিদ্ধ কারণ তা কবরে অন্ধকার আনে।স্থান ও সময় ভেদে মুচকি হাসতে ক্ষতি নেই।

৯.মসজিদের ভিতরে বায়ু ত্যাগ করা উচিৎ নয়। প্রয়োজন হলে বাইরে চলে যাবে।সুতরাং ইতেকাফকারীর উচিৎ ইতিকাফের দিনগুলোতে অল্প আহার করবে,পেট হালকা রাখবে যাতে হাজত পূরণ করার সময় ব্যাতীত অন্য কোন সময় বাতাস ছাড়ার প্রয়োজন না হয়।

৯.মসজিদে ক্বিবলার দিকে পা প্রসারিত করা উচিত নয়।এটা আদব বিরোধী কাজ।হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে একাকী বসে ছিলেন।তখন তিনি পা দুটি প্রাসারিত করলেন।তখন মসজিদের এক কোণ থেকে অদৃশ্য আহবানকারী আওয়াজ দিলো ইব্রাহীম! বাদশাহের দরবারে কি এভাবে বসে? তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পা দুটো গুটিয়ে নিলেন।

১০.ব্যবহৃত জুতা পরে মসজিদে যাওয়া বেয়াদবি ও শিষ্টাচার বিবর্জিত কাজ।

১১.ইতেকাফকারী বিনা কারণে হাত পায়ের আঙ্গুল ফুটাবেনা কেননা এটা নিষ্প্রয়োজনীয় কাজ।

১২.মসজিদে অন্য কেউ কুরআন তিলাওয়াত,নফল নামাজ অথবা জিকির আযকারে রত থাকলে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির আযকার করবেনা।কেননা একজনের নফল ইবাদাতের দ্বারা অপর জনের ইবাদাতের বিঘ্ন সৃষ্টি করা বৈধ নয়।

১৩.মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ও বাম পা দিতে বের হওয়া এবং মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া পড়া সুন্নাত।

মসজিদে প্রবেশের দোয়া:

اللهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া:

اللهم انى اسئلك من فضلك

১৪.জামাতে নামাজ আদায়ের সময় কাতার সোজা করে দাঁড়ানো ওয়াজিব।কাতারে জায়গা ফাঁকা রাখা হলে সেখানে শয়তান এসে অবস্থান নেয়।রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেম: নামাজের জন্য কাতারবদ্ধ হও,কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মেলাও ফাঁকা বন্ধ করো,শয়তানের জন্য জায়গা ফাঁকা রেখোনা।আর যে ব্যাক্তি কাতার মেলায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে নিজ রহমতের সঙ্গে মেলাবেন।আর যে ব্যাক্তি কাতারের মাঝে দূরত্ব বজায় রাখে,আল্লাহ তাকে নিজের রহমত থেকেও দূরে রাখেন।(আবু দাউদ)

১৫.ইতেকাফকারী মসজিদের জিনিসপত্র নিজস্ব কাজে বা মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করা বৈধ নয়।মসজিদ সর্ব্দা ধুয়ে মুছে পবিত্র রাখা উচিত।মসজিদে গান বাজনা ও সামাজিক কর্মকান্ড করা নিষেধ।

১৬.নামাজ শেষে মসজিদে বসে ইতেকাফকারীগণ কোন আড্ডা দিতে পারবেনা।

১৭.ইতেকাফকারীর উচিত মসজিদে অতিরিক্ত শব্দ করে কোন কাজ না করা। দরজা জানালা ব্যবহারের সময়,হাঁটা চলার সময় অতিরিক্ত শব্দ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

২২ ইতিকাফে বসে লাইলাতুল ক্বদর সন্ধান করা

নবী করিম (স:) এর ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যেই ছিলো শবে ক্বদর তালাশ করা।

আরবীতে লাইলায়াতুল ক্বদর এর অর্থ হলো অতিশয় সম্মানিত ও মহিমান্বিত বা পবিত্র রজনী। এছাড়া এর অন্য অর্থ হলো ভাগ্য, পরিমাণ ও তাকদীর নির্ধারণ করা

পবিত্র এ মাসের শেষ দশকেই রয়েছে বছরের শ্রেষ্ঠ রাত। যে রাতে বান্দার গুনাহ ক্ষমা করানোর অপার সুযোগ রয়েছে। এ রাত সারা বছরের সমস্ত রাত অপেক্ষা সর্বাধিক মর্যাদাশীল, বৈশিষ্ঠ্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত বলে এ রাতের নামকরণ করা হয়েছে লাইলাতুল ক্বদর। এ রাতের মর্যাদা এতই বেশি যে এর মর্যাদা বর্ণনা করে একটি পূর্ণ সুরা নাজিল করেছেন আল্লাহ তায়ালা। প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন:

যখন লাইলাতুল ক্বদর উপস্থিত হয়, তখন হযরত জিবরাঈল আমীন একদল ফেরেশতাসহ পৃথিবীতে নেমে আসেন। তাদের সাথে সবুজ রঙের একটা ঝান্ডা থাকে যা কা'বা শরীফের উপর উড্ডীন করে দিয়ে ফেরেশতাগণ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েন এবং আল্লাহর বান্দা-বান্দিরা যে যেখানে যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে, বসে, আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে, দুআ করে, তাদেরকে সালাম করে, তাদের সাথে মুসাফাহা করে এবং তাদের দুয়ায় আমীন আমীন বলতে থাকে। (বায়হাকী)

<u>লাইলাতুর কদরের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য:</u>

১. এ রাতে মহা-গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম অবর্তীর্ণ হয়েছে।

২. এ রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩. এ রাতে হযরত জিবরাঈল(আঃ) এক দলসহ জমীনে অবতরন করেন। এছাড়াও এ রাতটিই ভাগ্য রজনী। যে রাতের কথা সুরা দুখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদত করবে আল্লাহ তায়ালা তার অতীতের সব (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন:

‘যে ব্যক্তি ইমান ও সওয়াব লাভের খাঁটি আশায় লাইলাতুল কদরে কিয়ামুল্লাইলে (তাহাজ্জুদে) অতিবাহিত করবে আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।’ (বুখারি ও মুসলিম)

তওবার মাধ্যমে কবিরা গুনাহও মাফ করিয়ে নেবার এক অনন্য সুযোগ লাইলাতুল কদর।

লাইলাতুল কদর কোন রাত তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। এ মহা মূল্যবান রাতকে আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ হেকমতের কারণেই অনির্দিষ্ট রেখেছেন। তবে তা অনির্দিষ্ট হলেও আমাদের জন্য অনেকটাই নির্দিষ্ট। কেননা লাইলাতুল ক্বদর সাধারণত রমাযান মাসেই হয়েই থাকে। তা হলে বাকি এগারো মাস থেকে নির্দিষ্ট হয়ে গেল একমাস। একমাসের মধ্যে আবার শেষ দশকেই হওয়া

নির্দিষ্ট। তা হলে আরও সীমাবদ্ধ হয়ে গেল । এরপর এ দশ দিনের মধ্যে আমার বেজোড় রাত্রে হওয়া নির্দিষ্ট। এই সম্পর্কে রাসূল(সাঃ) বলেন,

"তোমরা রমাযানের শেষ দশকে বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করো।’ (বুখারি)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রহ.) থেকে বর্ণিত:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ " مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ ". فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মধ্যম দশকে ইতিকাফ করতেন। এক বছর এরূপ ইতিকাফ করেন, যখন একুশের রাত এল, যে রাতের সকালে তিনি তাঁর ইতিকাফ হতে বের হবেন, তিনি বললেনঃ যারা আমার সঙ্গে ইতিকাফ করেছে তারা যেন শেষ দশক ইতিকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই রাত (লাইলাতুল কদর) দেখানো হয়েছিল। পরে আমাকে তা (সঠিক তারিখ) ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে, ঐ রাতের সকালে আমি কাদা-পানির মাঝে সিজদা করছি। তোমরা তা শেষ দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ কর। পরে এই রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হল, মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনির। ফলে মসজিদে টপটপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একুশের রাতের সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কপালে কাদা-পানির চিহ্ন আমার দু’চোখ দেখতে পায়।

তাই রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোই লাইলাতুল কদরের সম্ভাবনার রাত।

প্রতিটি মুমিনের উচিত সে রাতগুলোতে বেশি বেশি ইবাদত করা।

লাইলাতুল কদরে পড়ার মতো একটি বিশেষ দুআর কথাও হাদিসে এসেছে। হজরত আয়শা (রা.) রাসূলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা যদি লাইলাতুল ক্বদর পাই তাহলে কি করবো? উত্তরে রাসূল(সাঃ) বললেন, বলবে

يِنِّعَ فُعْافَ وَفْعَلْا بُّحِتُ وٌّفُعَ كَنَّإِ مَّهُلَّلا:

"আল্লহুম্মা ইন্নাকা আফুউন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা’’ফু আন্নি।”

অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ তুমি পরম ক্ষমাশীল ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর, কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও'।

(তিরমিযি)।

বুখারি শরিফের হাদিসে এসেছে,

রাসুলুল্লাহ (সা.) রমাযানের শেষ দশদিন এলে লুঙ্গি মজবুত করে বেঁধে নিতেন এবং রাত্রি জাগরণ করতেন। অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন। (বুখারী)

এহেন সম্মানিত-মহিমান্বিত ও বরকতময় রাত পাওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমানেরই প্রবল চেষ্টা থাকা উচিত।

লাইলাতুল কদর পাওয়ার সর্বোত্তোম পন্থা হল ইতিকাফ করা। কারণ ইতিকাফকারী ঘুমিয়ে থাকলেও তার আমলনামায় ইবাদতের সওয়াব লেখা হয়। সুতরাং লাইলাতুল কদরে ইতিকাফকারী ঘূমিয়ে থাকলেও তার আমলনামায় ইবাদতের সওয়াব লেখা হলে তিনি লাইলাতুল কদরের পূর্ণ সওয়াব পাবেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চিরাচরিয়ত অভ্যাস ছিল রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার।

সুতরাং বরকতময় এই মাসে আমাদের উচিত পারলে পরিপূর্ণ দশদিন মসজিদে ইতিকাফের নিয়তে চলে আসা। আর তা সম্ভব না হলে কমপক্ষে বেজোড় রাতগুলো মসজিদে এসে ইবাদাত কাটানোর চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দিন!

২৩ ইতেকাফকারীর প্রতিদিনের আমল

ইতেকাফকারীর উচিৎ নিম্নবর্ণিত কর্মতালিকা অনুযায়ী তার সময়কে অতিবাহিত করা।কেননা সে তো ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ইতিকাফে বসেছে।তার প্রতিটি মুহূর্ত এখন আত্যন্ত দামী।

মাগরিবেফ নামাজের পর কমপক্ষে দুই রাকাআত আর বেশির থেকে বেশি বিশ রাকাআত আওয়াবীন নফল নামাজ আদায় করবে। অত:পর আয়াতুল কুরসী ও চার কুল পড়ে শরীরে দম দিবে।তারপর সামান্য পরিমাণে আহার করে অল্প বিশ্রাম নিবে।বিশ্রামের পর এশার নামাজের প্রস্তুতি নিবে এবং জামাতে প্রথম কাতার ও "তাকবীর উলার" ইহতিমাম করবে।

ইশা ও তারাবীর নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে ইলমে দ্বীনি শিক্ষা করা ও তার উপর আমল করার নিয়্যতে কোন গ্রহণযোগ্য দ্বীনি কিতাবের অধ্যয়ন করবে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য আলিমের দ্বীনি আলোচনায় অংশগ্রহন করবে।যদি মসজিদে এমন কোন ব্যাবস্থা না থাকে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাস্থ্যে উদ্যমতা থাকে আল্লাহর যিকির, কুরআনের তিলাওয়াত ও বিভিন্ন নফল নামাজে ব্যস্ত থাকবে।আর যখন শুতে মন চাইবে তখন পুরোপুরি সুন্নাহ অনুযায়ী কিবলার দিকে মুখ (যদি সম্ভব হয়) শুয়ে পড়বে।

শেষ রাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুম থেকে উঠবে। শারীরিক প্রয়োজন থেকে ফারেগ হয়ে সুন্নাত অনুযায়ী ওযু করবে এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ,তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহাজ্জুদের নফল নামাজ আদায় করে কিছুক্ষণ নিরবে জিকির ও তাসবীহ আদায়ে ব্যস্ত থাকবে।তারপর নিঃশব্দে খুব কেঁদে কেঁদে নিজের সব ভালো উদ্দেশ্য ও উভয় জগতের কল্যাণের দোয়া করবে।সুবেহ সাদিকের পৌনে

এক ঘন্টা পূর্বে সেহেরী খাবে এবং সেহেরী থেকে ফারেগ হয়ে ফজর নামাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।জামাতে প্রথম কাতার ও তাকবীরে উলার প্রতি যত্নবান হবে।যতক্ষণ নামাজের অপেক্ষায় থাকবে ইস্তেগফার পড়তে থাকবে।ফজরের নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে আয়াতুল কুরসী ও চার কুল পড়ে সারা শরীরে দম করবে।অতঃপর সুবহানাহু, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহুআকবর ও দুরুদ শরীফ একশত বার পড়বে।

ইশরাকের সময় কমপক্ষে দুই রাকাআত আর বেশির থেকে বেশি আট রাকাআত নফল নামাজ আদায় করবে।অতঃপর বিশ্রাম করবে এবং চাশতের সময় জাগ্রত হয়ে কমপক্ষে দুই রাকাআত বেশীরপক্ষে বারো রাকাআত চাশতের নফল নামাজ আদায় করবে।তারপর যতদূর সম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণের সাথে কালামে পাক তিলাওয়াত করবে।যখন সূর্য চলে যাবে তখন যাওয়ালের চার রাকাআত নফল নামাজ আদায় করবে। এবং যোহরের নামাজের অপেক্ষায় প্রথম কাতারে বসে পড়বে ও তাকবীরে উলার ইহতিরাম করবে।যোহরের নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে সালাতুত তাসবীহ আদায় করবে ও কুরআন তিলাওয়াত করবে। অতঃপর যদি ক্লান্ত অনুভব হয় তবে সামান্য আরাম করে নিবে।আছরের আনুমানিক আধা ঘণ্টা পূর্বে ঘুম থেকে উঠে ওযু করবে এবং তাহিয়্যাতুল ওযু ও অন্যান্য নফল নামাজ আদায় করে নামাজের জন্য অপেক্ষা করবে।আছরের নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে সামান্য তিলাওয়াত করবে।তারপর বিভিন্ন তাসবীহ আদায় করবে যা পূর্বে বর্ননা করা হয়েছে। অতঃপর ইফতারির পূর্ব পর্যন্ত দোয়াতে মাশগুল থাকবে।এই সময়টা খুবই মূল্যবান অযথা কোন কাজ করে এই সময়টা নষ্ট করা মোটেই উচিত নয়।

যে সমস্ত বিষয় ইতেকাফ অবস্থায় মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ সেগুলো থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকবে।ইতেকাফকারীর উচিৎ প্রথম কাতারে নিজে এসে বসা।নিজে কোথাও বসে থেকে তোয়ালে বা চাদর দ্বারা সামনের কাতারের জায়গা আটকে রাখা ঠিক নয়।নিজের প্রত্যেকটি কথা বা কাজ, ওঠা বসা ও আমল দ্বারা অন্যান্য ইতেকাফকারী ও নামাজীদেরকে কষ্ট দিবেনা।ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখবে এবং মসজিদ পরিষ্কারের বিষয়ে ও ইহতিমাম করবে।

নিজের ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, আত্তীয়স্বজনের ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্য জানপ্রাণ চেষ্টা করবে। আল্লাহর রহমতের আশা রাখবে সবমসময় এবং নিরাশাকে কখনো মনে স্থান দিবেনা।

২৪ ইতেকাফকারীর বিশেষ কিছু আমল:

ইতেকাফ চলাকালীন সময়ে মানুষ যেহুতু অন্যান্য সমস্ত কাজ কারবার থেকে মুখ ফিরিয়ে মসজিদে গিয়ে পরে থাকে,তাই সময়টাকে খুব মূল্যবান মনে করা উচিৎ এবং তাতে অনর্থক কথাবার্তা ও আরাম আয়েশে অতিবাহিত করার পরিবর্তে বেশীর থেকে বেশি তিলাওয়াত , ইবাদাত,আল্লাহর জিকির,তাসবীহ এজাতীয় বিভিন্ন নেক কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখা উচিত। ইতেকাফের জন্য কোন বিশেষ নফল ইবাদাত নির্দিষ্ট নেই,বরং যে সময় যে নফল ইবাদাত করার তৌফিক হয়,সেটাকে গনীমত মনে করা উচিৎ। অবশ্য কিছু ইবাদাত এমন আছে যেগুলো সাধারণ সময়ে আদায় করার সুযোগ হয়না। ইতিকাফ সেই ইবাদাতগুলোকে আদায় করার উত্তম সুযোগ করে দেয়।এজন্য এখানে এ জাতীয় কিছু ইবাদাতের আলোচনা করা হচ্ছে যা ইতেকাফ আদায়কারীর জন্য সহজ হয়।

সালাতুত তাসবীহ:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) প্রতিদিন যোহরের আযান ও ইকামতের মাঝে এই নামাজ আদায় করতেন।আর হযরত আব্দুল আযীয বিন আবু দাউদ(রহ.) বলেন,

যে ব্যাক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় সে যেন সালাতুত তাসবীহ নামাজের ইহতিমাম করে।

আর হযরত আবু উছমান (রহ.) বলেন,

বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে আমি সালাতুত তাসবীহ থেকে বড় কোন আমল দেখিনি।সুতরাং ইতেকাফ চলাকালীন সময়ে উক্ত নামাজ প্রতিদিন কিংবা যতবার সম্ভব হয় অবশ্যই পড়া উচিত।

নামাজের পদ্ধতি হচ্ছে, চার রাকাআত নফল সালাতুত তাসবীহ এর নিয়তে আদায় করবে।বাকি সমস্ত নামাজের আরকান তো সাধারণ নামাজের মতোই।তবে নামাজের মধ্যে প্রত্যেক রাকাআতে পঁচাত্তর বার বিশেষ কিছু তাসবীহ নিম্ন বর্ণিত নিয়মানুসারে পড়তে হবে।তাসবীহগুলো হচ্ছে:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّاللهُ وَاللهُ اَكْبرُ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার।

নামাজ পড়ার পদ্ধতি হচ্ছে: নিয়ত বেঁধে সাধারণ নিয়মানুযায়ী ছানা, ফাতিহা এবং অন্য কোন সূরা পড়বে।যখন কেরাত পড়া শেষ হবে তখন রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উল্লেখিত তাসবীহসমূহ পনেরো বার পড়বে।অতঃপর রুকু করবে।

রুকুতে যাওয়ার পর প্রথমে সাধারণ নিয়মানুযায়ী তিন বার রুকুর তাসবীহ পড়ে নিবে।তারপর দশবার উল্লেখিত তাসবীহসমূহ পড়ে রুকু থেকে উঠবে।রুকু থেকে উঠে প্রথমে নিয়মানুযায়ী বলবে।অতঃপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দশবার উল্লেখিত তাসবীহগুলো পড়ে সিজিদায় যাবে।

সিজদায় গিয়ে প্রথমে সিজদার তাসবীহ তিনবার পড়বে।এরপর উল্লেখিত তাসবীহগুলো দশবার পড়ে সিজদাহ থেকে উঠবে।

সিজদাহ থেকে উঠে বসবে এবং সেই বসা অবস্থাতেই দশবার উল্লেখিত তাসবীহগুলো পড়ে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে।

দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সাধারণ নিয়মানুযায়ী তিনবার সিজদার তাসবীহ পড়ে দশবার উল্লেখিত তাসবীহগুলো পড়বে এবং সিজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ানোর পরিবর্তে আবার বসবে ও উক্ত তাসবীহগুলো দশবার পড়বে।তারপর দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়াবে।

এমনিভাবে এক রাকাআতে পঁচাত্তর বার উক্ত তাসবীহগুলো পড়া হলো।বাকী তিন রাকাআত এভাবে পড়বে।চার রাকাআতে মোট তিনশবার তাসবীহগুলো পড়া হবে।দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে এই তাসবীহগুলো আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর আদায় করতে হবে।

তাসবীহগুলোর সংখ্যা যদি এমনি এমনি মনে থাকে তাহলে আঙ্গুল দিয়ে গননা করা উচিৎ নয়।কিন্তু কারো যদি ভুল হতে থাকে তবে আঙ্গুল দিয়ে গননা করা জায়েজ আছে।

যদি কোন রোকনে তাসবীহগুলো আদায় করতে ভুলে যায় তবে পরবর্তী রোকনে তা আদায় করে নিবে।যাতে প্রত্যেক রাকাআতে পঁচাত্তর বার করে তাসবীহ আদায় করা যায়।অবশ্য উত্তম হচ্ছে, রুকুর ভুলে যাওয়া তাসবীহ ক্বাওমার (রুকুর পড়ে দাঁড়ানো) মধ্যে ক্বাযা করবেনা বরং সিজদার মধ্যে গিয়ে কাযা করবে।এমনিভাবে প্রথম সিজদার ভুলে যাওয়া তাসবীহ উভয় সিজদার মধ্যেবর্তী জলসায় (বসায়) ক্বাযা করবেনা বরং দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে ক্বাযা আদায় করবে।

সালাতুল হাজত:

যখন কোন মানুষের সামনে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন প্রয়োজন দেখা দিবে তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজতের নামাজ পড়ার কথা বলেছেন। সালাতুল হাজত নামাজ পড়ার বিভিন্ন পদ্ধতি মাশায়েখ(রহ.) থেকে বর্ণিত আছে।কিন্তু সালাতুল হাজতের যে সুন্নাহ পদ্ধতি হাদীসের বর্ণনাসমূহে পাওয়া যায়, তা হলো:

দুই রাকাআত নফল সালাতুল হাজত এর নিয়্যতে পড়বে।নামাজের পদ্ধতি অন্যান্য সাধারণ নফল নামাজের মতোই হবে, কোন পার্থক্য নেই।অবশ্য নামায থেকে ফারেগ হয়ে হামদ, ছানা ও দুরুদ শরীফ পাঠ করবে।অতঃপর এই দুয়া পড়বে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

তারপর যে প্রয়োজন রয়েছে তা উল্লেখ করে নিজ ভাষায় দোয়া করবে।

এমনিতে তো ওই সালাতুল হাজত প্রত্যেক দুনিয়াবী ও আখিরাতের প্রয়োজনে পড়া যায় তবুও যদি উক্ত নামাজ পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুয়া করা যায় যে" হে আল্লাহ" আমাকে ও আমার পরিবারে লোকদেরকে দ্বীনের উপর আমল করার ও সুন্নাতের অনুসরণ করা তৌফিক দান করুন আমাদের গুনাগসমূহ মাফ করুক ও জান্নাত নছীব করুন, আমীন।তবে ইন শা আল্লাহ অনেক ফায়দা হবে।

তাহিয়্যাতুল ওযু:

প্রত্যেকবাদ ওযু করার পর তাহিয়্যাতুল ওযুর নিয়তে দুই রাকাআত নামাজ পড়া মুস্তাহাব।সহীহ মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে:

যে ব্যাক্তি ওযু করে এমনকি ভালো মত ওযু করে এবং দুই রাকাআত নামাজ এইভাবে আদায় করে যে, নিজের চেহারা ও অন্তর দ্বারা নামাজের দিকেই মনোনিবেশ করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইতিকাফ চলাকালীন সময়ে যেহেতু মানুষ মসজিদেই অবস্থান করে, সেহতু তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করার আর কোন সুযোগ থাকেনা। কিন্তু ওযু করা মাত্রই যদি তাহিয়্যাতুল ওযু পড়ার ইহতিমাম করে তবে ইন শা আল্লাহ অনেক মর্যাদার অধিকারী হবে।

তাহিয়্যাতুল ওযু আদায়ের বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই।সাধারণ নামাজের মতই এটা আদায় করতে হবে।অবশ্য অঙ্গ শুকানোর আগেই এই নামাজ পড়া উত্তম।

যদি কোন কারণে তাহিয়্যাতুল ওযু আদায়ের সময় না পাওয়া যায় তবে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ অথবা ফরজ নামাজ শুরু করার সময় তাহিয়্যাতুল ওযুর ও নিয়্যত করে নিবেন। ইন শা আল্লাহ এসমস্ত ফজিলত থেকে বঞ্চিত হবেনা।

ইশরাকের নামাজ:

সূর্য উদিত হওয়ার পর যে নামাজ আদায় করা হয় তাকে ইশরাকের নামাজ বলে।ইশরাকের নামাজ দুই রাকাআত। সূর্য উদয়ের পর যখন তা সামান্য উঁচুতে উঠবে তখন এই নামাজ পড়া হয়।

এ নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে ফজরের নামাজ আদায়ের পর স্বস্থানেই বসে বিভিন্ন তাসবীহ অথবা কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে।আর যখন সূর্য উদিত হয়ে সামান্য উঁচুতে উঠবে তখন দুই রাকাআত নামাজ পড়ে নিবে।

হযরত আনাস বিন মালিক(রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (স:) বলেছেন,

যে ব্যাক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে থেকে আল্লাহর জিকির করতে থাকে এবং তারপর দুই রাকাআত ইশরাকের নামাজ আদায় করে তবে সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরাহর সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে।

এবং হযরত সাহল বিন মুয়াজ (রা.) নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে নিজের নামাজের জায়গায় বসে থাকে এবং ইশরাকের দুই রাকাআত নামাজ পড়া পর্যন্ত ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু মুখে উচ্চারণ করে না, তবে তার গুনাহ চাই সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হোক, ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

সালাতুত দুহা:

সালাতুত দুহাকে উর্দুতে চাশতের নামাজ বলে।এই নামাজের ব্যাপারেও হাদীস শরীফে অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।দিবসের এক চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এর মুস্তাহাব সময় শুরু হয়।অর্থাৎ সুবহে সাদিক ও সূর্যাস্তের মাঝে যত সময় রয়েছে, সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ অতিবাহিত হওয়ার পর সূর্য ঢলে পরার পূর্বে যে কোন সময় এই নামাজ পড়া যায়।

মুস্তাহাব সময়তো এটাই।তবে কেউ যদি সূর্য উদয়ের পর থেকে উক্ত সময়ের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় এই নামাজ আদায় করে তবে তাও জায়েজ আছে।

চাশতের নামাজ চার রাকাআত থেকে বারো রাকাআত পর্যন্ত যত খুশি পড়তে পারবে।ইচ্ছা করলে এর থেকেও বেশি পড়া যায়।আর যদি শুধু দুই রাকাআত নামাজ আদায় করে, তবুও কিছু না কিছু ফজিলত ইন শা আল্লাহ সে লাভ করবে।

হাদীস শরীফে এই নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে:

"যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাআত নামাজ পড়বে সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবেনা।আর যে ব্যক্তি চার রাকাআত নামাজ পরবে সে ইবাদাতকারী রূপে গণ্য হবে।আর যে ব্যাক্তি ছয় রাকাআত নামাজ পড়বে তার জন্য (এই ছয় রাকাআত) সারাদিনের রহমত অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।আর যে ব্যক্তি বারো রাকাআত নামাজ পড়বে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দিবেন।

ইবনে মাজাহ (রহ.) তিরমিযী (রহ.) এর এক হাদীসে হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদে বর্ণিত হয়েছে যে,

যে ব্যক্তি চাশতের নামাজের পাবন্দী করবে (প্রতিদিন পড়বে) তার গুণাহ যদি সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয় তবুও তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

আওয়াবীনের নামাজ:

আওয়াবীন ওই নফল নামাজকে বলে যা মাগরিবের নামাজের পর আদায় করা হয়।এটা নিম্নে ছয় রাকাআত আর উর্ধে বিশ রাকাআত পর্যন্ত হয়ে থাকে।

হাদীস শরীফে উক্ত নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত আছে যে, হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

" যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাআত নামাজ এমনভাবে পড়বে যে, সেগুলোর মাঝে কোন খারাপ কথা উচ্চারণ করবে না, তবে এই ছায় রাকাআত নামাজ তার জন্য বার বছর ইবাদত করার সমর্যায়ের হবে"।

আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

যে ব্যাক্তি মাগরিবের নামাজের পর বিশ রাকাআত নামাজ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দিবেন।

বুযুর্গানে দ্বীন উক্ত নামাজের অনেক ইহতিমাম করতেন।আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উক্ত নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করুক।আমীন।

ইতিকাফের মাঝে বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাজেত ইহতিরাম করা উচিৎ। সেই সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়।সেখান থেকে বেশীর থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। প্রকাশ থাকে যে তাহাজ্জুদের নামাজের সময় সুবেহ সাদিকের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বলবৎ থাকে।আর এ কারণেই সুবেহ সাদিকের পর ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল পড়া ঠিক নয়।অবশ্য সুবেহ সাদিকের পূর্বে শুরু করা নামাজের মাঝে যদি সুবেহ সাদিক হয়ে যায়, তবে উক্ত দুই রাকাআত সম্পূর্ণ করা উচিৎ

২৫ ইতেকাফ অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে করণীয়

ইতেকাফ অবস্থায় দিনে বা রাতে স্বপ্নদোষ হলে ইতেকাফের কোন ক্ষতি হবেনা।ইতেকাফকারীর কর্তব্য হলো জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম করে নিবে।এইজন্য কাঁচা অথবা পোড়া ইট রাখবে।অন্যথায় মসজিদেত আঙিনায়(দেয়ালে) তায়ম্মুম করবে।

তায়াম্মুম করে মসজিদ থেকে বের হবে। যদি তায়াম্মুম করার মাটি না পায়, তাহলে মসজিদ থেকে দ্রুত হেটে বের হয়ে যাবে। তারপর গোসল করে মসজিদে ফিরে আসবে। তবে কাপড় বিছিয়ে যেতে হবে এমন কথা কোথাও নেই। মসজিদের আদব রক্ষার্থে হয়তো এভাবে কাপড় বিছিয়ে বের হবার কথা কেউ বলে থাকতে পারেন।

গোসলের ব্যবস্থা স্বয়ং নিজে করতে পারবে কিংবা অন্য কেউ করে দিবে।যেমন পানি ভর্তি করা, পানি ঢালার জন্য কোন বদনা বা পাত্র আনা।এগুলো যদি অন্য কেউ করে থাকে তবে উক্ত সময়ে ইতেকাফকারী তায়াম্মুম অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করবে।এরপর গোসলে সেরে কাপড় পড়ে তড়িৎ মসজিদে চলে আসবে

২৬ ইতেকাফ অবস্থায় শীতলতার জন্য গোসল করার বিধান

ইতিকাফ অবস্থায় আবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে বের হওয়া যাবে না। যদি কেউ আবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কারণে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় তা হলে তার ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

আবশ্যকীয় প্রয়োজনের মাঝে শামিল হলো প্রসাব-পায়খানা, ফরজ গোসলের জন্য বের হওয়া, যদি বাসা থেকে খানা আনার কেউ না থাকে, তা হলে বাসা থেকে গিয়ে খানা খেয়ে আসা বা খানা নিয়ে আসা ইত্যাদি।

কিন্তু শরীরের আরামের জন্য গোসল করা এটি আবশ্যকীয় প্রয়োজনের মাঝে শামিল নয়। তাই ফরজ গোসল ছাড়া এমনিতে গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। যদি কেউ বের হয়, তা হলে তার ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

তবে হ্যাঁ, বিশেষজ্ঞ আলেমরা এর একটি সমাধান বলেছেন, সেটি হলো— গোসলখানায় আগে থেকে কাউকে দিয়ে পানি ভরে রাখবে। তার পর ইস্তিঞ্জারের (প্রাকৃতিক প্রয়োজন) জন্য বের হবে, ইস্তিঞ্জা শেষ করে ওজু করার সময় দ্রুত গায়ে কিছু পানি ঢেলে চলে আসবে। এতে করে ইতিকাফ ভাঙবে না। তবে গোসল করতে গিয়ে দেরি করা যাবে না।

হজরত আয়েশা (র) বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْغِي إِلَىَّ رَأْسَهُ وَهْوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

রাসুল (স) মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ইতিকাফে থাকতেন, তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না। {বুখারি}

২৭ ইতেকাফরত অবস্থায় মোবাইল ব্যবহার করা যাবে কিনা

ইতিকাফ হলো দুনিয়ার সমস্ত ব্যস্ততাকে ফেলে রেখে আল্লাহর ইবাদতে ১০টি দিনের জন্য মাশগুল হয়ে যাওয়ার নাম। সুতরাং এই ১০দিন আমাদের ইবাদত বন্দেগি এবং নেক আমলে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে এরকম যেকোনো কর্মকান্ড থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

মোবাইল ব্যবহার ইতিকাফরত অবস্থায় নিষিদ্ধ নয়। তবে মোবাইলে যদি আমরা এমন কিছু দেখি বা এমন কিছু করি যেটা প্রথমত দুনিয়ার কাজ, দ্বিতীয়ত গোনাহের কাজ তাহলে ইতিকাফরত অবস্থায় এটা আরও জঘন্য কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। একান্ত যেগুলো না করলেই নয়, সেগুলো সারলেন। দ্বীনি কোনো কাজ করলে জায়েজ আছে।

এছাড়া যদি মোবাইলে আমরা অহেতু গল্প-আড্ডা করতে থাকি, সোস্যাল মিডিয়াতে সময় নষ্ট করতে থাকি তাহলে আমাদের ইতিকাফের যে প্রাণ সেটি নষ্ট হবে। সেই সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার জন্য শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে, ইতিকাফ যেহেতু ইবাদতে মগ্ন হওয়ার অপর নাম, সুতরাং এখানে ব্যবসা বাণিজ্য না করে পরিপূর্ণ ইতিকাফে মনোযোগি হতে হবে। যদি কারও অবস্থা এমন হয় যে এই ব্যবসা পরিচালনা না করলে তার পরিবারের খাবারে কষ্ট হবে, তার খাদ্যের কষ্ট হবে, তার ওপর জীবন ধারণ করতে হয়, সেক্ষেত্রে তিনি মসজিদে বসে তার কেনাবেচার আইটেমগুলো বাহিরে রেখে কেনাবেচা করতে পারবেন।

আর মোবাইলেও যদি তার জরুরি কোনো কাজ থাকে যেটার ওপর তার নির্ভর করতে হয় তাহলে করা যাবে। তবে মসজিদে বসে টানা মিটিং করবেন, তা করা যাবে না। কারণ এগুলো থেকে মুক্ত থাকার জন্যই ইতিকাফ। অতএব যে কাজটা একেবারেই না হলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেটা ইতিকাফরত অবস্থায় করতে পারবেন।

২৮ মুসলমানেরা ইতেকাফ ছেড়ে দেওয়ার কারণসমূহ

একটা প্রবাদ বাক্য আছে আখেরী যামানায় আঘাট ঘাট হবে অপথ পথ হবে। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের ঈমানী শক্তি দূর্বল হচ্ছে। কেননা মুসলমানরা বর্তমানে বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব, মেলামেশা, ভালোবাসা, উঠাবসা, খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি আগের চেয়ে কয়েক গুন বাড়িয়ে দিয়েছে।

<u>ইতেকাফ ছেড়ে দেওয়ার কিছু কারণ নিম্নরুপ:</u>

১. একটা বড় সংখ্যক মুসলমানের ‘ঈমানী দুর্বলতা।

২. দুনিয়ার জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বিলাসের প্রতি অতি মাত্রায় ঝুঁকে পড়া। যার ফলে তারা অল্প সময়ের জন্য হলেও এসব ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকতে সক্ষম নয়।

৩. অনেক মানুষের মনে জান্নাত লাভের প্রেরণা নেই। তারা অতিমাত্রায় আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকে আছে। তাই তারা ইতিকাফের সামান্য কষ্টও সহ্য করতে চায় না। যদিও তা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হোক না কেন। কারণ যে ব্যক্তি জান্নাতের মহান মর্যাদা ও এর সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে জানে, সে তার জান, তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কোরবান করে হলেও তা লাভের চেষ্টা করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর সামগ্রী অতি মূল্যবান। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হচ্ছে- জান্নাত।” [জামে তিরমিযি; আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন (২৪৫০)]

৪. অনেক মানুষের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা শুধু মুখে সীমাবদ্ধ। বাস্তব কাজে ভালবাসা নেই। বাস্তব ভালবাসা তো হচ্ছে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নানাবিধ সুন্নত পালন করা। এ রকম একটি সুন্নত হচ্ছে-ইতিকাফ। আল্লাহ বলেছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাঝে আছে উত্তম আদর্শ। তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।”

[৩৩ আল-আহযাব: ২১]

ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: (৩/৭৫৬)

“এই মহান আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি কথা, কাজ ও প্রতিটি মুহুর্ত অনুসরণের ব্যাপারে একটি মহান মূলনীতি।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত ইতিকাফ করা সত্ত্বেও মানুষদের ইতিকাফ ছেড়ে দেয়া দেখে জনৈক সালফে সালেহীন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ইবনে শিহাব যুহ্‌রী বলেন:

“এটি খুবই আশ্চর্যজনক যে মুসলমানেরা ইতিকাফ করছে না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাতে আসার পর থেকে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করা পর্যন্ত তিনি ইতিকাফ বাদ দেননি।”

এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমিত তাছাড়া মসজিদে, ওয়াজ মাহফিল এবং ইসলামিক সভা সমাবেশগুলোতে ইতেকাফ ও তার ফজিলত নিয়ে তেমন কিছু বলা হয়না ।এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দেশে তেমন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নেই।ইচ্ছাকৃতভাবে তেমন কেউ ইতিকাফে বসতে চায়না।সমাজের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি জোর করে বয়ঃবৃদ্ধ কাউকে ইতিকাফে বসিয়ে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কিফায়াহ আদায় করার চেষ্টা করে।

প্রত্যেক মহল্লায় কমপক্ষে একজন মুসলমান ব্যক্তিকে ইতিকাফ পালন করতে হবে অন্যথায় মহল্লাবাসী গুনাহগার হবেন- এটি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কিফায়াহ। এই প্রেক্ষিতে মহল্লাবাসী এলাকার বয়োবৃদ্ধ কোন ব্যক্তিকে বা অর্থের বিনিময়ে এলাকা থেকে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি কে ইতিকাফ করার জন্য অনুরোধ করে।

২৯ ইতিকথা

ইতিকাফ একটু গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলত পূর্ণ ইবাদাত যা প্রত্যেক যুবক যুবতী নর নারীর পালন করা উচিৎ। ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হওয়ার কারণে আমরা ভেবে নেই কেউ না কেউ সুন্নাত পালন করবে এতে করে আমরাও গুনাহ থেকে বেঁচে যাবো। কেউ না বসতে চাইলে আমরা বয়োবৃদ্ধ কাউকে দিয়ে হলেও ইতিকাফ করিয়ে থাকি। আসলে আমাদের ইতিকাফের অফুরন্ত ফজিলত ও গুরুত্ব নিয়ে ধারণা খুবই কম, তাই আমাদের সবার মধ্যে এই আমল নিয়ে আগ্রহ অনেক কম এবং এতে করে ইকিকাফে বসতে আমরা অনীহা প্রকাশ করি।অতএব আমরা সবাই যার যার আমলের কথা চিন্তা করে প্রতি বছর অথবা জীবনে একবার মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যের জন্য ইতিকাফে বসি।

আমরা দশ দিনের জন্য মসজিদে নিজেকে লকডাউন করে চলে যাই রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! আমাদের সবাইকে ইতিকাফে বসার তাওফিক দান করুন।

(আমিন)

৩০ তথ্য সূত্র

ফজিলতে ইতিকাফ (ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল বাকের সরকার বাবর)
রোজা ও ইতিকাফ (মুফতি মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী)
মাসায়েল ইতেকাফ (মাওলানা রাফআত কাসেমী
www.channel24bd.tv/religion/article/205618
https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2367
https://www.jugantor.com/islamlife/791309
https://www.probashirdiganta.com/news
https://www.amadershomoy.com/bn/2018/06/07/569575.htm
ইন্টারনেট , সোস্যাল মিডিয়া-ফেইসবুক,ইউটিউব

সমাপ্ত